POVERTY

ক্রিশ্চিয়ান এইড গুড প্র্যাকটিস গাইড

অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা নিরূপণ (পিভিসিএ)

CHRISTIAN AID GOOD PRACTICE GUIDE

PARTICIPATORY VULNERABILITY AND CAPACITY ASSESSMENT (PVCA)

christian aid

বিষয়বস্তু

সার-সংক্ষেপ

ভূমিকা

অধ্যায়-১ : পিভিসিএ কী?

অধ্যায়- ২: কিভাবে পিভিসিএ পরিচালনা করতে হয়?

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

গুড প্র্যাকটিস গাইড: অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা নিরূপণ (পিভিসিএ)

প্রকাশ: মার্চ ২০১২

স্বত্ব: ক্রিশ্চিয়ান এইড

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৫১৪৯-৭

বাংলা সংস্করণ: নিরাপদ

সার্বিক তত্ত্বাবধান
কাজী সাহিদুর রহমান

অনুবাদ ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট সন্নিবেশ
জাহিদ হোসেন
হাসিনা আক্তার মিতা
এস এম শিহাবুল ইসলাম
মেহেদী হাসান শিশির

ডিজাইন ও প্রিন্ট: অর্ক

প্রাক–কথন

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রতি বছরই এদেশের কোন না কোন অঞ্চল কোন না কোন দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ প্রতিহত করা সম্ভব নয়, তবে জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশেই কমিয়ে আনা সম্ভব। একই সাথে দারিদ্রের কষাঘাত থেকে জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা নিরূপণ (পিভিসিএ) একটি কার্যকরী হাতিয়ার যা যৌথ কর্মকাণ্ডে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নে প্রভাব রাখে, জনগোষ্ঠীকে তাদের ঝুঁকি ও এর অন্তর্নিহিত উপাদান সম্পর্কে বুঝতে এবং বিদ্যমান ও সম্ভাব্য সুযোগগুলো চিহ্নিত করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করে তোলে। ক্রিশ্চিয়ান এইড ও এর প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোকে উপকারভোগীদের কাছে আরো বেশি দায়বদ্ধ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে এবং তাদের যৌথ লক্ষ্য (যেমন- জীবিকার নিরাপত্তা, সুশাসন এবং সংস্থার সামর্থ্য বৃদ্ধি) অর্জনের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে ক্রিশ্চিয়ান এইড পিভিসিএ'র বাংলা সংস্করণ ও এটি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য একটি বাস্তবায়ন সহায়িকা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। আর এই উদ্যোগে কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করে নিরাপদ।

আশা করছি যে, ক্রিশ্চিয়ান এইড ও এর প্রকল্প বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে পিভিসিএ'র সঠিক ব্যবহার শুধু দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর প্রকল্প তৈরীতেই নয়, দারিদ্র বিমোচনেও সহায়তা করবে। এটি জনগোষ্ঠীকে দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়তে সক্ষম করে তোলার পাশাপাশি জনগোষ্ঠীর মালিকানা ও অংশগ্রহণও বৃদ্ধি করবে।

পিভিসিএ বাংলা সংস্করণ ও বাস্তবায়ন সহায়িকা প্রণয়নে জড়িত সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

সাজ্জাদ মোহাম্মদ সাজিদ
কান্ট্রি ডিরেক্টর
ক্রিশ্চিয়ান এইড, বাংলাদেশ।

সার-সংক্ষেপ

ক্রিশ্চিয়ান এইডের লক্ষ্য বিশ্বের অতি দরিদ্র জনসাধারণের জীবনের পরিবর্তন। এই উদ্দেশ্যে তারা দরিদ্র জনসাধারণের ক্ষমতায়নে সহায়তা করে। দরিদ্র অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ক্রিশ্চিয়ান এইড এর অন্যতম লক্ষ্য। কিছু বিষয়াদি/প্রভাবক তাদের দরিদ্র ও প্রান্তিক করে রেখেছে। আমরা চাই দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব সামর্থ্য দিয়ে এসব বিষয়ের মোকাবেলা করুক। এক্ষেত্রে তাদের সাহায্যের জন্য আমাদের অবশ্যই প্রথমে তাদের কাঙ্খিত পরিবর্তন কি তা জানতে হবে এবং কিভাবে এই পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব তাও বুঝতে হবে।

PVCA (Participatory Vulnerability and Capacity Assessment) অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা এবং সামর্থ্য নিরূপণ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব সমস্যা বিশ্লেষণে সহায়তা করে এবং এই সমস্যা হতে উত্তরণের উপায় বের করতেও এর ভূমিকা রয়েছে।

ক্রিশ্চিয়ান এইড ও তার সহযোগী সংস্থাগুলোকে উপকারভোগীদের* কাছে আরো বেশি দায়বদ্ধ/প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে ও তাদের যৌথ লক্ষ্য (যেমন জীবিকার নিরাপত্তা, সুশাসন এবং সংস্থার সামর্থ্য বৃদ্ধি) অর্জনের ক্ষেত্রে পিভিসিএ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

ক্রিশ্চিয়ান এইড এর বাংলাদেশ, হন্ডুরাস ও মালাবিতে বাস্তবায়িত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচীগুলোতে পিভিসিএ অনুশীলন করা হয়েছে। এই কর্মসূচীগুলোর এক বাহ্যিক মূল্যায়ন আমাদের সকল জীবিকায়ন, উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীতে পিভিসিএ ব্যবহারের সুপারিশ করেছে। কেননা এটি আমাদের নিম্নোক্ত বিষয়ে আরো বেশি সহায়তা করতে পারে।

- কোন প্রকল্পের প্রভাব পরিমাপের উদ্দেশ্যে সম্পূরক বেইজলাইন তথ্যের জন্য;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের ক্ষমতায়নে;
- প্রকল্প কর্মসূচীর প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণের জন্য এবং এক্ষেত্রে নিয়োজিত বিনিয়োগের সঠিক ব্যবহার ও এর সুরক্ষার্থে।

*Beneficiaries- somebody who receives a benefit from something

ভূমিকা

কোন জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতার তথ্য কাঠামোবদ্ধভাবে সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও বিন্যাসের জন্য পিভিসিএ পরিচালনা করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে-

- একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জলবায়ুজনিত বিপদাপন্নতাসহ মূল বিপন্নতা নির্ণয় করা;
- জীবন ও জীবিকার ঝুঁকি জনগোষ্ঠী কিভাবে দেখে তা বোঝার চেষ্টা করা;
- ঝুঁকি মোকাবেলায় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা ও কৌশল বিশ্লেষণ করা;
- পিভিসিএ'র গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হিসেবে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরীতে জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করা।

ঠিকভাবে করতে পারলে, এটি যৌথ কর্মকাণ্ডে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নে প্রভাব রাখে, জনগোষ্ঠীকে তাদের ঝুঁকি ও এর অন্তর্নিহিত উপাদান সম্পর্কে বুঝতে এবং বিদ্যমান ও সম্ভাব্য সুযোগগুলো চিহ্নিত করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করে। তবে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় দৃষ্টিভঙ্গি নবায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই কারণে ক্রিশ্চিয়ান এইড সকল অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু পরিবর্তন উপযোগী দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ক্লাইমেট স্মার্ট ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট-সিএসডিআরএম) এ্যাপ্রোচ ব্যবহার করে। সিএসডিআরএম এর লক্ষ্য হলো একই সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি, দারিদ্র ও বিপদাপন্নতার কাঠামোগত কারণসমূহ নিরূপণ এবং পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই উন্নয়ন ধারা প্রসার করা।

পটভূমি

পিভিসিএ জলবায়ু অভিযোজন ও জীবিকা বা দারিদ্র নিরসন প্রকল্পের রূপরেখা প্রণয়নে একটি অত্যাবশ্যকীয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস হাতিয়ার। জলবায়ু পরিবর্তনের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব সম্পর্কে ধারণা যত স্পষ্ট হচ্ছে, জীবিকার ঝুঁকি নিরসন কাজে পিভিসিএ ব্যবহারের গুরুত্ব ততই বাড়ছে। জনগোষ্ঠী যেসব ঝুঁকির সম্মুখিন হয় ও তা মোকাবেলা করতে যেসব কৌশল ব্যবহার করে পিভিসিএ সেগুলোর আন্তঃসম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে।

পিভিসিএ অনুশীলনের জন্য সময় ও প্রস্তুতির দরকার হয়; স্থানীয় অবস্থা ও সম্পদ, বিশেষ করে, সময় এবং কর্মী পাওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পরিচালনা করতে হয়।

ক্রিশ্চিয়ান এইড মধ্য আমেরিকা, বাংলাদেশ, সাহেল ও মালাবিতে 'বিল্ডিং ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট কমিউনিটি (বিডিআরসি) প্রকল্প' বাস্তবায়নে পিভিসিএ ব্যবহার করেছে। বিডিআরসি হচ্ছে ডিএফআইডি-ইউকে'র অর্থায়নে ভবিষ্যতের ঝুঁকি ও সংকটে ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া, ক্যারিবীয় ও আফ্রিকার বিপদাপন্নতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প।

এই দলিলে, জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে মাঠকর্মী, সহযোগী সংস্থা ও জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান এবং বিপদাপন্নতা নিরসনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করার জন্য অভিজ্ঞতালব্ধ সুচর্চাগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ, হন্ডুরাস এবং মালাবির বিডিআরসি প্রকল্পের মধ্যবর্তী পর্যালোচনার সুপারিশ ছিল যে, ক্রিশ্চিয়ান এইডের সব জীবিকা প্রকল্প পরিকল্পনার শুরুতেই পিভিসিএ প্রয়োগ করা দরকার, যাতে এটি-

- প্রকল্পের প্রভাব মাপার জন্য বেইজলাইন তথ্যের পরিপূরক হতে পারে;
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি শক্তিশালী করতে পারে;
- ঝুঁকি ও সক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিয়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রাসঙ্গিক ও যথাযথভাবে জীবিকায়ন কার্যক্রমের মূলধারায় সংযুক্ত করতে পারে।

ক্রিশ্চিয়ান এইড জীবিকা, উন্নয়ন ও দারিদ্রহ্রাস কার্যক্রমে পিভিসিএ সম্পৃক্ত করার সুপারিশ করে।

এই দলিলে, পিভিসিএ কেন, কিভাবে ও কী উদ্দেশ্যে পরিচালনা করা উচিত তার ব্যাখ্যা রয়েছে। তাছাড়া, এই কাজটি করতে ক্রিশ্চিয়ান এইড কর্মী ও সহযোগী সংস্থা যেসব প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে পারে তার বিবরণ ও সেগুলো কিভাবে কাটিয়ে উঠা যায় সে বিষয়ে সুপারিশ রয়েছে।

পিভিসিএ কী, এর সুবিধাগুলো কী ও এটি কখন ব্যবহার করতে হয় আর কখন এটি ব্যবহার করা উচিত নয়, সে বিষয়ে এই নির্দেশিকার প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, এই পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে কিভাবে মূল্যায়ন পরিচালনা করতে হবে ও প্রতিটি ধাপে সম্ভাব্য কী প্রতিকূলতা আসতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

পিভিসিএ কী?

পিভিসিএ'র সুবিধাসমূহ

পিভিসিএ যা করতে পারে তা হল-

১. প্রকল্পের প্রভাব মাপার জন্য বেইজলাইন তথ্য যোগান দেওয়া;

২. জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন করা;

৩. সহযোগী সংস্থার কর্মী ও জনগোষ্ঠীর আরো কাছাকাছি আসা;

৪. সংস্থাকে উপকারভোগীর কাছে আরো বেশি জবাবদিহি করে তোলা;

৫. পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিবিধ কার্যক্রম একীভূত করা-

   ক. উন্নয়ন কার্যক্রমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন অঙ্গীভূত করা;

   খ. সহযোগী সংস্থার সক্ষমতায় ঘাটতি চিহ্নিত করতে ও নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করতে সহায়তা প্রদান;

   গ. এ্যাডভোকেসির বিষয় ও কার্যাবলী চিহ্নিত করা।

১. প্রকল্পের প্রভাব পরিমাপে বেইজলাইন তথ্য

দাতারা দেখতে চান যে, তাঁদের অর্থায়ন দরিদ্র মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে। এটি দেখাতে হলে, প্রমাণ করতে হবে যে প্রকল্পের শুরুর তুলনায় শেষে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। তাই প্রকল্পের সূচনাতে বেইজলাইন তথ্য দরকার যার ভিত্তিতে প্রকল্পের শেষে ইতিবাচক পরিবর্তনগুলো দেখানো যেতে পারে। এটি প্রক্রিয়ার একটি প্রামাণ্য দলিল প্রদান করে, যার সাহায্যে জনগোষ্ঠী নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে ও সাহায্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে তা বাস্তবায়ন করতে পারে। তাছাড়া এটি সংস্থার সকলের জবাবদিহিতার প্রতিশ্রুতি পালনে সহায়তা করে ও প্রকল্প মনিটরিং এ জনগোষ্ঠীকে উৎসাহিত করে।

২. জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে পিভিসিএ

প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ ও উপকারভোগীকে প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করার জন্য পিভিসিএ শুধুমাত্র একটি তৎপরতা নয়, বরং এর চেয়ে বেশি কিছু; এটি ক্ষমতায়নের একটি হাতিয়ার যা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ হতে ও নিজের হাতে নিজের ভবিষ্যত গড়ে তোলার সুযোগ করে দেয়। এটি সেই মূহুর্তের কথা মনে করিয়ে দেয় যখন ক্রিশ্চিয়ান এইড, সহযোগী সংস্থা ও জনগোষ্ঠী একযোগে এক অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ শুরু করে।

এতে প্রতিফলিত হয় ক্রিশ্চিয়ান এইড এর অন্যতম লক্ষ্য "টার্নিং হোপ ইনটু এ্যাকশন" - দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে জীবিকা, ঝুঁকি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় একত্রে কাজ করতে সক্ষম করা; সেই সাথে আরো একটি লক্ষ্য তুলে ধরা যে, উন্নয়নে জলবায়ু পরিবর্তন অন্তর্ভুক্তি ও সহনশীলতা* নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং দরিদ্র নারী ও পুরুষ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম।

পিভিসিএ এমন একটি পন্থা যা জনগোষ্ঠীকে অভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ করতে ও তা অর্জন করতে একত্রিত করে। এটি সামাজিক পরিকল্পনায় প্রায়শঃ যারা বাদ পড়ে, জনগোষ্ঠীর এমন সব সদস্যদের কথা বলার সুযোগ দেয়।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমাজের সদস্য ও উন্নয়ন সংস্থা- যেমন, ক্রিশ্চিয়ান এইড এর সহযোগী, যখন অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে একসাথে কাজ করে তখন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে পিভিসিএ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়। জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বাড়াতে, প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি করতে এবং সাধারণভাবে, প্রকল্পের প্রভাব বাড়াতে ও প্রকল্প চলাকালে, ভুল বোঝাবুঝির বিপদ কমাতে পিভিসিএ'র মাধ্যমে পাওয়া তথ্য বিশেষ ভূমিকা রাখে।

> ক্রিশ্চিয়ান এইড এর পশ্চিম আফ্রিকার রিজিওনাল ইমার্জেন্সি অফিসার, সালোম টুবুবা'র (Salome Ntububa) মতে, জনগোষ্ঠী যখন অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল তখন তারা প্রায় ওয়ার্কশপের মত করে পিভিসিএ করত; এতে সহায়ক কর্মী ও সমাজের সদস্যরা পরস্পরের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে।

৩. সহযোগী সংস্থার কর্মী ও জনগোষ্ঠীর আরো কাছাকাছি আসা

পিভিসিএ শুধু সহযোগী সংস্থার কর্মী ও জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদেরই নয় বরং সমাজের অন্যান্য সব সদস্যকেও পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে

*Resilience- The ability of a system, community or society exposed to hazards to resist, absorb, accommodate to and recover from the effects of a hazard in a timely and efficient manner, including through the preservation and restoration of its essential basic structures and functions_ UNISDR

আসে। মানুষের জন্য কাজ করার বদলে মানুষের সাথে কাজ করায় জনগোষ্ঠীর আস্থা বাড়ায় এবং কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের অঙ্গীকার ও উদ্যম বাড়ায়। যথাযথভাবে করতে পারলে, প্রক্রিয়াটি সহযোগী সংস্থার কর্মীকে সেবা প্রদানকারীর চেয়ে সামাজিক কাজে সহায়ক হিসাবে ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলে।

জনগোষ্ঠী ও তাদের আইনানুগ প্রতিনিধি- যেমন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে একসাথে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে পিভিসিএ যথেষ্ট সম্ভাবনাময়।

পিভিসিএ প্রয়োগকালের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা উভয়পক্ষকে বিদ্যমান সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা বুঝতে ও দরিদ্র নারী-পুরুষের প্রাপ্য সুবিধা ও সেবা প্রদানে জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

> বাংলাদেশে পিভিসিএ অনুশীলনে ক্রিশ্চিয়ান এইড এর সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, গ্রামের মাতব্বর ও এনজিও কর্মী অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

৪. সংস্থাকে উপকারভোগীর কাছে আরো বেশি জবাবদিহি করে তোলা

২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্রিশ্চিয়ান এইড হিউম্যানিটেরিয়ান একাউন্ট্যাবিলিটি পার্টনারশিপ (HAP) এর স্বীকৃতি পেয়েছে; তাই, সুবিধাভোগীর কাছে জবাবদিহিতা বাড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে উপকারভোগী ও তাদের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পিভিসিএ প্রক্রিয়া কাঠামোবদ্ধ ও নথিভূক্ত করা হয় (HAP বেঞ্চমার্ক ৪)।

HAP "ট্রান্সপারেন্সি ও ইনফরমেশন শেয়ারিং" (HAP বেঞ্চমার্ক ৩) "ফিডব্যাক/কমপ্লায়েন্ট হ্যান্ডলিং" (HAP বেঞ্চমার্ক ৫) পিভিসিএ অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত।

> জিম্বাবুয়ে ক্রিশ্চিয়ান এইড এর সহযোগী সংস্থার মাঝে HAP প্রবর্তনের পর, জিম্বাবুয়ে প্রজেক্ট ট্রাস্ট এর গিফট দ্যুবে (Gift dube) বলেন, "স্বচ্ছতার উপাদান জনগোষ্ঠীর মাঝে আস্থা সৃষ্টি করে, আর আস্থাশীল জনগোষ্ঠী প্রকল্পকে আপন করে নেয়"।

HAP নীতিমালা প্রয়োগের লক্ষ্যে তথ্য আদানপ্রদান, অংশগ্রহণ ও অভিযোগ উত্থাপন সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে ক্রিশ্চিয়ান এইড এর সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত বিডিআরসি প্রকল্পের গুণগতমান জোরদার করা হয়েছে। একজন পরামর্শক, ক্রিশ্চিয়ান এইড কর্মী ও সহযোগী সংস্থার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় এই কাজটি করা হয়।

৫. ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে একীভূত কার্যক্রম

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কিভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে একীভূত হয়ে একে অপরকে সাহায্য করতে পারে, পিভিসিএ সে বিষয়ে ধারণা দেয়। পিভিসিএ প্রয়োগ করলে, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কার্যক্রম চালানোর সময় মানুষের জীবনে টেকসই পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়।

পিভিসিএ প্রকল্পে স্থিতিস্থাপকতা আনার জন্য বিপদাপন্নতা সম্পর্কে ধারণা ও স্থানীয় চাহিদা ও ঝুঁকি সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর জ্ঞান আহরণে একীভূত পদ্ধতি প্রয়োগ করে। যেমন, বন্যা প্রবণ এলাকায় বসতভিটা উঁচু করা বা উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততাসহিষ্ণু ফসল বিবেচনায় আনা।

জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা মূল্যায়নে একীভূত পদ্ধতি সহযোগী সংস্থার সক্ষমতা ও ক্রিশ্চিয়ান এইড অর্থায়িত প্রকল্পে বাদ পড়ে যাওয়া বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে সাহয্য করে এবং অন্যান্য যারা এই কাজে সম্পূরক ভূমিকা রাখতে পারে তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে প্রেরণা দেয়।

পিভিসিএ এ্যাডভোকেসির ক্ষেত্রগুলোও নজরে আনে। এটি জরুরি; কারণ, প্রায়শঃই জনগোষ্ঠীতে দুর্যোগ সহনশীলতা গড়ার জন্য বৃহত্তর পরিধিতে সামাজিক বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়।

কখন পিভিসিএ করা যাবে আর কখন তা করা যাবেনা

কখন পিভিসিএ করা যাবে

পিভিসিএ জনগোষ্ঠীতে পাওয়া যেতে পারে এমন সম্পদ ও কৌশল যৌথভাবে বিশ্লেষণ করে চিহ্নিত ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা মোকাবেলা কর্মসূচী তৈরি করতে সাহায্য করে। তাই, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে পিভিসিএ

ব্যবহার করা যায়-

? ▪ প্রকল্প নকশা তৈরী;

? ▪ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা ও প্রতিশ্রুতি নির্মাণ;

? ▪ প্রামাণিক তথ্য সংরক্ষণ।

প্রকল্প নির্মাণ

পিভিসিএ প্রকল্পের নির্বাচন বা চাহিদা মূল্যায়ন পর্যায়ের অংশ হতে পারে। এ থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রস্তাবনা লিখন বা যৌক্তিকতা নিরূপণে ব্যবহার করা যেতে পারে।

জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা ও প্রতিশ্রুতি নির্মাণ

সমাজভিত্তিক কাজের শুরুতে যৌথ লক্ষ্যের জন্য অঙ্গীকার আদায়ে পিভিসিএ ব্যবহার করা যেতে পারে। যদিও চাহিদা ও বিপদাপন্নতা মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে, তবুও এই পর্যায়ে, চাহিদা মূল্যায়নের প্রতিবেদন বা বেইজলাইন তথ্য ভান্ডার তৈরী মূল লক্ষ্য নয়। বরং মূল লক্ষ্য হলো ক্রিশ্চিয়ান এইড ও সহযোগী সংস্থার সহায়তায় স্থানীয় সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর একটা কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা যা সবাই নিজের মনে করবে ও কাজে লাগাবে।

প্রামাণিক তথ্য সংরক্ষণ

পিভিসিএ জনগোষ্ঠীকে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কাঠামোবদ্ধভাবে বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা, প্রক্রিয়া ও সর্বজনীন স্বপ্ন খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়া থেকে পাওয়া তথ্য সমাজের সব সদস্য, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের মাঝে আদানপ্রদান ও প্রচার করা যেতে পারে।

কখন পিভিসিএ করা যাবেনা

যেসব ক্ষেত্রে পিভিসিএ ব্যবহার করা যাবেনা তা হল-

? ▪ বৃহৎ পরিসরে অনুসন্ধান;

? ▪ পূর্বানুমান জোরদার করতে;

? ▪ গবেষণার তথ্য বের করতে;

? ▪ সংঘাতকালীন সময়ে, যেমন- গৃহযুদ্ধ।

বৃহৎ পরিসরে অনুসন্ধান- বিস্তৃতির প্রশ্ন

পিভিসিএ তৃণমূল পর্যায়ে কাজের জন্য তৈরী হয়েছে। এটি একটি কষ্টসাধ্য অনুশীলন। বিস্তৃত এলাকায়, অনেকগুলো জনগোষ্ঠীর সাথে পিভিসিএ ব্যবহার করা খুবই কঠিন। তাছাড়া, এক এক জনগোষ্ঠীর সমস্যা, সুযোগ, কৌশল ও আশা-আকাঙ্ক্ষা এক এক রকম। আকার বড় করলে পিভিসিএ'তে সকলের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেনা।

পূর্বানুমান জোরদার করা- স্থানীয় উদ্বেগের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকির সংযুক্তি

নমনীয়ভাবে ও খোলামন নিয়ে পিভিসিএ পরিচালনা করতে হয়। জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতার উপলব্ধি ও কর্মপরিকল্পনা সংস্থার আকাঙ্খা থেকে ভিন্ন হতে পারে। তহবিল প্রাপ্তির সুযোগ পিভিসিএ'র ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। কেননা, দাতার অগ্রাধিকার প্রকৃত বিপদাপন্নতা, প্রয়োজন ও জনগোষ্ঠী দ্বারা চিহ্নিত কার্যক্রমের সাথে নাও মিলতে পারে। জনগোষ্ঠীর সমস্যা অনেক সময়ই বড় ধরণের দুর্যোগের চেয়ে দৈনন্দিন জীবনের ঝুঁকির সাথে জড়িত হতে পারে; যেমন, সুপেয় পানির অভাব বা চিকিৎসা সেবার অভাব। তবে পিভিসিএ পরিচালনায় সহায়ককে জনগোষ্ঠীর নিজস্ব মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। একই সাথে, এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, জনগোষ্ঠীকে প্রদেয় সহায়তা প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে যাতে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং ভবিষ্যতের সংকটে জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা কমায়।

গবেষণা পদ্ধতি হিসাবে পিভিসিএ

শুধুমাত্র গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য পিভিসিএ নয়; এটি কোন কর্মসূচী শুরু করার জন্য একটি প্রারম্ভিক কাজ। এর মানে হল, যেখানে পিভিসিএ পরিচালিত হবে সেখানে ফলো-আপ কার্যক্রমের পরিকল্পনা থাকতে হবে। এ ধরণের নিবিড় অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনের পরে জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা বিবেচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সংঘাতকালে পিভিসিএ'র ব্যবহার

বিডিআরসি প্রকল্পাধীন দেশগুলোতে ক্রিশ্চিয়ান এইড এর পিভিসিএ পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, ঝুঁকিগুলো সংঘাতের চেয়ে দুর্যোগের সাথেই বেশি জড়িত। তবে, জনগোষ্ঠীতে বিবাদ ও বঞ্চনার কিছু উপাদান পাওয়া যায়, যা পিভিসিএ অনুশীলনের মাধ্যমে মীমাংসা করা যায় (উদাহরণ স্বরূপ- সংখ্যালঘু সমস্যা; আন্তঃপ্রজন্ম সংঘাত ও সার্বজনীন সম্পদের ব্যবস্থাপনা)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কিভাবে পিভিসিএ পরিচালনা করতে হয়?

পিভিসিএ পরিচালনার ধাপসমূহ

চিত্র ১: পিভিসিএ পরিচালনা

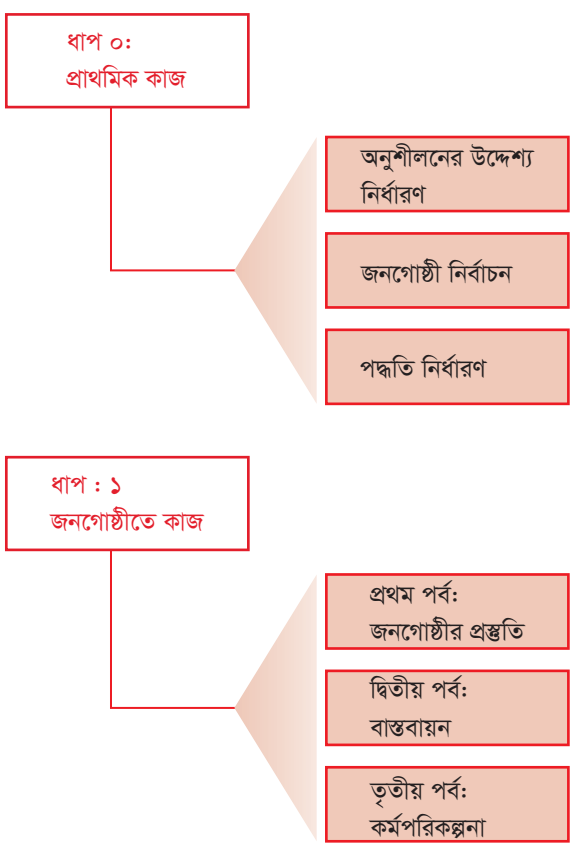

প্রাথমিক কাজ

পিভিসিএ শুরু করার আগে, নিম্নলিখিত কাঠামোর ভিত্তিতে, সহযোগী এনজিও'র কর্মী ও সহায়ক মাঠকর্মীর সাথে, প্রাথমিক কাজগুলো সেরে নিতে হবে।

১) অনুশীলনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ

উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা বিশেষ জরুরি; যাতে কাজটি সুনির্দিষ্ট হয় ও এর মাধ্যমে জনগাষ্ঠীর মাঝে যে প্রত্যাশা সৃষ্টি হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকে।

২) জনগোষ্ঠী নির্বাচন

জনগোষ্ঠী নির্বাচনের জন্য সাধারণ মাপকাঠি ঠিক করা জরুরি।

কতটি জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করা হবে তা দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঠিক করা হয়- ক) দক্ষ মানবসম্পদ, অর্থ ও প্রযুক্তি; সব মিলিয়ে, ক্রিশ্চিয়ান এইড ও তার সহযোগী সংস্থার কী পরিমাণ সম্পদ আছে এবং খ) কাজের উদ্দেশ্য ও কাজটি কত গভীরভাবে করা হবে।

৩) পদ্ধতি নির্ধারণ

এই পর্যায়ে আর একটি গুরুতপূর্ণ বিষয় হল, কাজটি করার জন্য প্রচলিত পিআরএ পদ্ধতিগুলোর কোন কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে ও কোন জনগোষ্ঠীর সাথে কত সময় ধরে কাজটি চলবে তা ঠিক করা। কাজের ফলাফল কিভাবে ব্যবহার হবে, সহযোগী সংস্থার সক্ষমতা ও দক্ষতা এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট- বিশেষ করে, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সম্ভাবনা ইত্যাদি, কাজের প্রস্তুতি ও পদ্ধতি নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়।

বিডিআরসি বাংলাদেশ প্রকল্প গ্রাম পর্যায়ে পিআরএ করার জন্য যে টুলস ব্যবহার করেছিল সেগুলো হল-

? ▪ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)
? ▪ এলাকা পরিভ্রমণ
? ▪ সময়রেখা
? ▪ সামাজিক মানচিত্র
? ▪ ঝুঁকি মানচিত্র
? ▪ র‍্যাংকিং (সম্পদ ও বিপদাপন্নতা)
? ▪ ক্ষমতা-কাঠামো বিশ্লেষণ
? ▪ ঋতু পঞ্জিকা
? ▪ কর্মপরিকল্পনা

পিভিসিএ অনুশীলন থেকে ঠিক কী ফলাফল আশা কারা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে কত ধরণের ও কত জটিল পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। সাধারণত জটিল পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য যথেষ্ট সময় ও সম্পদ সহযোগী সংস্থা বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর থাকেনা। আদর্শ হল, ইতিমধ্যে আহরিত নির্ভরযোগ্য তথ্য ব্যবহার করা ও পিভিসিএ লব্ধ গুণগত তথ্যের ট্রায়াঙ্গুলেসন বা ক্রসরেফারেন্সের জন্য সংখ্যাগত উপাত্ত ব্যবহার করা।

৪) সাধারণ নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ

সহযোগী সংস্থার সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য একটি মূল কাজ হল, পিভিসিএ বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রয়োজন অনুসারে নির্দেশিকা প্রণয়ন করা। এই নির্দেশনায় যা থাকতে হবে তা হল-

? ▪ অভিষ্ট জনগোষ্ঠী নির্বাচনের মাপকাঠি;

? ▪ অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও টুলস;

? ▪ আর্থিক ও বিবরণমূলক প্রতিবেদনের প্রক্রিয়াসহ সহযোগী সংস্থার নিকট প্রত্যাশা।

সহযোগী সংস্থা ও যে সব প্রকল্প বা কর্মসূচীতে এই কাজ সম্পৃক্ত হবে তার জন্য কি ধরণের সক্ষমতা বৃদ্ধি সহায়তা পাওয়া যেতে পারে তা এতে উল্লেখ থাকবে।

মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করার আগেই সহযোগী সংস্থা নির্দেশনাগুলো ভালভাবে বুঝে নেবে। একটা ভাল চর্চা হল, তিন থেকে পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কমসূচীর ব্যবস্থা করা যার মাধ্যমে প্রকল্পকর্মীরা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে (যেমন- এমন একটা জনগোষ্ঠী যারা অনেক দিন ধরে সহযোগী সংস্থার সাথে কাজ করেছে ও এ ধরণের অনুশীলন সম্পর্কে অবগত আছে) নির্বাচিত টুলসগুলোর ব্যবহার অনুশীলন করতে পারে। এই প্রশিক্ষণ থেকে প্রতিবেদন সংক্রান্ত প্রত্যাশা ও সময়সূচী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। প্রশিক্ষণে মাঠ পর্যায়ে কাজ থাকা বাঞ্ছনীয়; এর ফলে, বাস্তবক্ষেত্রে কাজ করার সময় কি ধরণের প্রতিকূলতা দেখা দিতে পারে সে সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যাবে।

সহযোগী সংস্থা এই কাজে নিযুক্ত মাঠকর্মী ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীর জন্য উপযোগী করে নির্ধারিত উপকরণগুলো পরিবর্তন করে নেবে।

> মালাবিতে সহযোগী সংস্থা DRR এর ধারণাটি জটিল বলে মনে করেছিল। তাই, তারা আপদ বিশ্লেষণের আগে জীবিকা সম্পর্কে জানতে চায়। তারা তিন ধাপে বিশ্লেষণটি করেছিল-
> ১। জীবিকা মূল্যায়ন;
> ২। আপদ মূল্যায়ন;
> ৩। বিপদাপন্নতা মূল্যায়ন (আপদ ও জীবিকার মিথস্ক্রিয়া)।

বাস্তবায়নকারী সহযোগীর প্রশিক্ষণ বিশেষ জরুরি; তবে তার থেকে বেশি জরুরি হল, সহযোগী সংস্থা যাতে লব্ধ জ্ঞান তাদের কাছে নিয়ে যেতে পারে যারা সরাসরি অনুশীলনে অংশ নেবে।

জনগোষ্ঠীতে কাজ

পিভিসিএ পরিচালনার জন্য দ্রুত, জনবান্ধব ও গুণগত মূল্যায়নের মত অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি থেকে শুরু করে কাঠামোবদ্ধ, গবেষণামূলক ও পরিসংখ্যানভিত্তিক জরিপ পর্যন্ত অনেক ধরণের পদ্ধতি আছে।

তবে, জনগোষ্ঠীতে পিভিসিএ অনুশীলনের জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি ক্রিশ্চিয়ান এইড ও সহযোগী সংস্থার কর্মীদের অভিজ্ঞতার আলোকে সুপারিশ করা হয়েছে। এই অনুশীলন তিন পর্যায়ে বিভক্ত- প্রতি পর্বের সময়সূচী স্থানীয় প্রেক্ষিতের উপর নির্ভরশীল।

প্রথম পর্ব- জনগোষ্ঠীর প্রস্তুতি

১) নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য নির্বাচিত সহায়ক কর্মীর জন্য ধারণা ও নির্দেশনার ব্যাখ্যা

এই পর্বে সকল সহায়ক কর্মীকে পারিভাষিক শব্দ ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি ও ভাষা সম্পর্কে একমত হওয়া জরুরি। এছাড়া, অনুশীলন পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে- সংগৃহীত তথ্য কী কাজে ব্যবহার হবে ও জনগোষ্ঠী কিভাবে উপকৃত হবে তা ব্যাখ্যা করার জন্য সহযোগী সংস্থার কর্মীকে প্রস্তুত থাকতে হবে (দ্রষ্টব্য- অধ্যায়-১, পিভিসিএ'র ব্যবহার বিষয়ে পয়েন্ট ২)।

২) কর্মসূচী ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধির সাথে মিটিং

জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সাথে পিভিসিএ'র উদ্দেশ্য আলোচনা করে সে বিষয়ে একমত হওয়া দরকার। শুরুতেই, অনুশীলনের ধরণ ও এ থেকে প্রতিনিধিরা কী পেতে পারে তা স্পষ্ট করতে হবে। অনুশীলনের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।

এই পর্যায়ে তাদের সাথে জবাবদিহিতা সম্পর্কে বলতে হবে ও এ বিষয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। তথ্য বিনিময়ের সব থেকে ভাল কী উপায় হতে পারে ও কিভাবে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা যেতে পারে তাও আলোচনা করতে হবে।

এ সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে কাদের অনুশীলনে অংশগ্রহণের জন্য ডাকা হবে (বয়স, লিঙ্গ, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও কোন গ্রামে কার্যক্রম চলবে বিবেচনা করে) ও কিভাবে দল গঠন হবে। সাধারণভাবে পিভিসিএ পরিচালনার সময় নারী, পুরুষ, যুবক ও বৃদ্ধ

হিসেবে দলভাগ করা হয়; তবে, একাধিক গ্রামে কাজ হলে, গ্রামভিত্তিক বা এলাকাভিত্তিক দলভাগ করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে।

অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ (যোগাযোগ, খাবার ও নাস্তা) নিশ্চিত করা ও বাজেট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।

কার্যক্রমের মেয়াদ ও সূচী স্থানীয় প্রেক্ষিত ও জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভর করে। ক্রিশ্চিয়ান এইড এর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, সারাদিনের কর্মসূচী থাকলে লোকজন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া, গ্রামের মানুষকে নিজের কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়েই করতে হয়। যদি কয়েক দিন ব্যাপী কার্যক্রম চালাতে হয়, তাহলে প্রতিদিনের অভিষ্ট ফলাফল সুনির্দিষ্ট করা উচিৎ। তা না হলে, কাজের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হতে পারে।

> মালাবিতে কয়েকটি ধাপে অনুশীলনটি করা হয়েছিল। আপদ বিশ্লেষণের (জীবিকা মূল্যায়ন) আগে, প্রথমে জনসাধারণের ধারণাগুলো দেখা হয়েছিল; পরে আপদ ও ঝুঁকি মূল্যায়ন (আপদ ও জীবিকার সমন্বয়) করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্ব-বাস্তবায়ন: জনগোষ্ঠীতে অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন

জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা বিষয়ে একটা অংশগ্রহণমূলক অনুশীলন করা প্রয়োজন।

বাক্সের ভিতরে কী আছে

এই অনুশীলনে, আমরা একটা বাক্সে কিছু জিনিস রাখব (যেমন, পেন্সিল, নুড়ি, কাগজের টুকরা, একটি পাতা) ও কমিউনিটির তিনজনকে খেলার জন্য ডাকব।

প্রথম জন বাক্সটা ঝাঁকিয়ে শুধুমাত্র শব্দ শুনে বোঝার চেষ্টা করবেন বাক্সের মধ্যে কী আছে।

দ্বিতীয়জন চোখ বন্ধ অবস্থায় হাত দিয়ে ছুঁয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন বাক্সের মধ্যে কী আছে।

তৃতীয়জন বাক্সটা খুলে দেখবেন যে বাক্সের মধ্যে কী আছে।

কমিউনিটি সদস্যদের অনুমান করতে হবে কে ক্রিশ্চিয়ান এইডের প্রতিনিধি, কে সহযোগী সংস্থা আর কে কমিউনিটি সদস্যের ভূমিকায় অভিনয় করছে।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত এই হবে যে, তিন জনই জনগোষ্ঠীর সমস্যা বোঝার চেষ্টা করেছে, তবে একমাত্র জনগণই জানে প্রকৃত সমস্যাটা কী। এই সিদ্ধান্ত থেকে সবাই অংশগ্রহণমূলক কাজের গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার পরে জড়তা মোচন অনুশীলন দিয়ে দিনের কাজ শুরু হতে পারে (যেমন, বাক্সের ভিতরে কী আছে, মালাবিতে যা ব্যবহার করা হয়েছিল)। জড়তা মোচনের পরে জনগোষ্ঠীর সদস্যরা পরবর্তী পর্যায়ের জন্য দলে ভাগ হয়ে যাবেন।

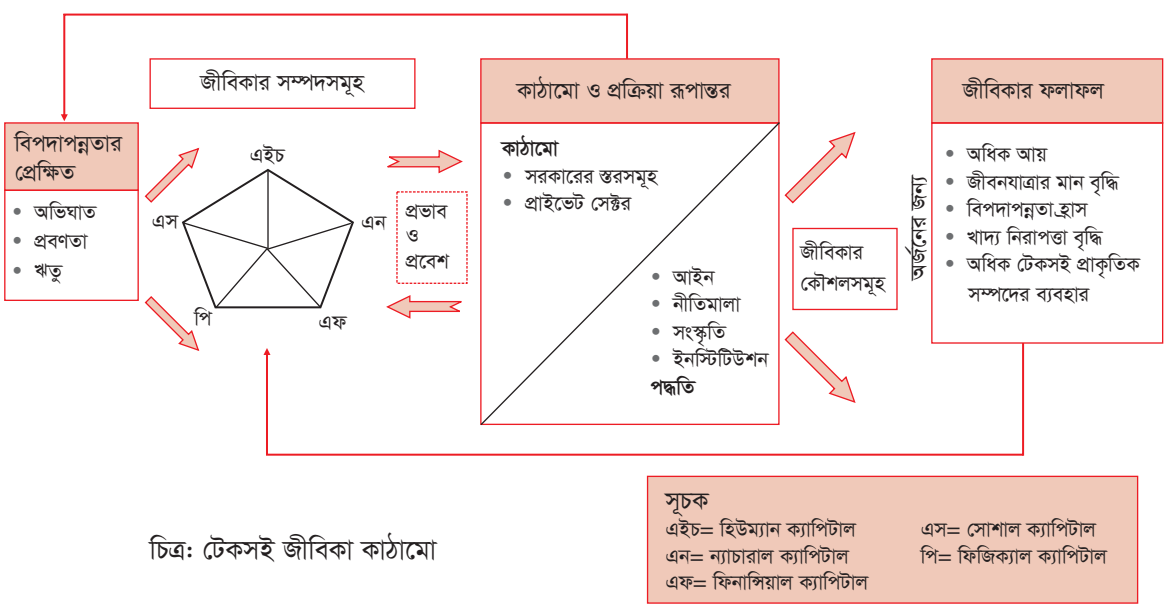

চিত্র: টেকসই জীবিকা কাঠামো

বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা আলোচনা কাঠামোবদ্ধ করতে টেকসই জীবিকা কাঠামো একটি কার্যকর মডেল, যদিও এটি একটু জটিল। টেকসই জীবিকা কাঠামো নিচের প্রশ্নগুলো তুলে ধরে -

? ▪ জীবিকার জন্য জনগণ এখন কী করছে (জীবিকা, সুযোগ ও সক্ষমতা)?

? ▪ মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন ও সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার পথে কোন নীতিমালা, প্রতিষ্ঠান ও মতাদর্শ সহায়ক বা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে (কাঠামো ও প্রক্রিয়া)?

? ▪ কোন অভিঘাত, ধারা বা প্রবণতা জনগণের জীবিকা ও মর্যাদা রক্ষায় সহায়তা করছে বা বাধা দিচ্ছে (বিপদাপন্নতার প্রেক্ষিত)?

? ▪ জনগণের সক্ষমতা ও সুযোগগুলো কী, ও জীবিকার উন্নয়নে তারা কী করতে পারে (জীবিকার কৌশলসমূহ)?

? ▪ জনগণ কতদূর পযন্ত টেকসই জীবিকা অর্জন করতে পেরেছে?

আলোচনা সুনির্দিষ্ট করার একটি ভাল উপায় হল জনগোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা গ্রামের সম্পদের মানচিত্র আঁকা দিয়ে শুরু করা। এর পর থেকে আলোচনা নিচে বর্ণিত ধারায় চলতে পারে-

১) বিপদাপন্নতা প্রেক্ষিত (জনগোষ্ঠীর প্রধান সমস্যা কী এবং কেন)

যে বিষয়গুলো জানতে হবে তা হল-

? ▪ জনগোষ্ঠীর প্রধান সমস্যা/বিষয়/আপদ;

? ▪ আপদগুলো কিভাবে জনগোষ্ঠীর উপর (যৌথভাবে ও বিশেষ দল হিসাবে) প্রভাব ফেলে;

? ▪ আপদগুলোর প্রভাব ঠিক ঐরূপ কেন হয়।

এই পর্যায় চ্যালেঞ্জ হল স্থানীয় উদ্বেগের সাথে প্রকৃত দুর্যোগ ঝুঁকি ও স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তনের যোগসূত্র স্থাপন করা। পিভিসিএ প্রক্রিয়ায় জলবায়ু বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করতে হলে আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হওয়া দরকার যাতে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে পিভিসিএ লব্ধ ফলাফল হালনাগাদ করা যায়। সহায়ক কর্মীকে নমনীয় হতে হবে যাতে লোকজন বিপদাপন্নতা সম্পর্কে তাদের ধারণা প্রকাশ করতে পারে ও তা আপদ, দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে যুক্ত করতে পারে।

২) সক্ষমতা (তাদের কী আছে যা তাদেরকে সমস্যা মোকাবেলা করতে সাহায্য করে)

চিহ্নিত প্রধান সমস্যা সমাধানে সহায়তা করতে হলে পিভিসিএ জনগণের সক্ষমতার উপর কেন্দ্রীভূত করতে হবে; যাতে আলোচনা থেকে তারা বুঝতে পারে কিভাবে তাদের সক্ষমতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তনের জন্য কাজ করা সম্ভব।

জনগোষ্ঠীর সকল অংশের সকল সক্ষমতা আলোচনায় নিয়ে আসা জরুরি। প্রায়শঃ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহায়তার প্রাপক হিসাবে ধরা হয়; সেই কারণে, তাদের সক্ষমতা তুচ্ছ করা হয় ও তা পূর্ণমাত্রায় বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ন করা হয়না।

সক্ষমতা আলোচনায় সব ধরণের সম্পদের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে-

? ▪ প্রাকৃতিক (পানি, জমি, নদী, বন, খনিজ)

? ▪ ভৌত (অবকাঠামো, আশ্রয়, সরঞ্জাম, যানবাহন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ)

? ▪ আর্থিক (আয়, সঞ্চয়, অর্থ প্রবাহ, ঋণ, রাষ্ট্রীয় অনুদান)

? ▪ সামাজিক (সম্পর্ক, নেটওয়ার্ক, ধর্ম বিশ্বাস, সমাজভুক্তি, আদানপ্রদান, বিনিময়)

? ▪ মানবিক (জ্ঞান, শিক্ষা, দক্ষতা, স্বাস্থ্য, শারীরিক শক্তি)।

৩) কাঠামো ও প্রক্রিয়া (ভিতরে বা বাইরে আর কোন কাঠামো বা দল আছে যা জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে)

আলোচনার কেন্দ্র হবে বিদ্যমান কাঠামো বা প্রক্রিয়া যা তাদের জীবিকাকে সহায়তা করে বা বাধাগ্রস্ত করে। মানচিত্রে কাঠামো ও প্রক্রিয়া আঁকলে, এগুলো কিভাবে তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে তা বোঝা সহজ হয়। এই কাঠামোগুলোর অধিকাংশই ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

৪) ফলাফল (গ্রামবাসীর জন্য সব থেকে ভালো অবস্থা কী হতে পারে? উন্নতমানের জীবনযাত্রার রূপরেখা কী হতে পারে?)
ফলাফল আলোচনার একটা ভাল পদ্ধতি হল, গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করা যে, আর্দশ ভবিষ্যত সম্পর্কে তাদের ধারণা কী বা গ্রাম সম্পর্কে তাদের স্বপ্ন কী। এর উত্তরে গ্রামবাসীরা অনেক সময় অতীতের ভাল সময়ের কথা বলে থাকেন।

৫) জীবিকার কৌশল (আদর্শ অবস্থানে যাওয়ার জন্য কী করা হচ্ছে? আরও কী করা যেতে পারে?)
বিদ্যমান ও বিকল্প কৌশল ও সুযোগগুলোর সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করে তালিকাবদ্ধ করতে হবে।

সহায়ক কর্মী সময়ের দিকে নজর রাখবেন ও সকলেই যাতে অংশ নিতে পারে তা নিশ্চিত করবেন। এই আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ের কাজে (কর্মপরিকল্পনা) ব্যবহৃত হবে।

এই অনুশীলনের শেষে দলীয় প্রদর্শন হবে।

দলীয় কাজ অন্যদের কাছে প্রদর্শন করার জন্য অঙ্কন ও চিহ্নসহ যে কোন সম্ভাব্য উপায় ব্যবহার করতে জনগোষ্ঠীর সদস্যদের উৎসাহ দিতে হবে (উদাহরণ স্বরূপ, কেউ একজন আঁকা ছবি ফ্লিপচার্টে কপি করতে পারে)।

তৃতীয় পর্ব- কর্ম পরিকল্পনা

পিভিসিএ'র প্রধান ফল হচ্ছে জনগোষ্ঠীর কর্মপরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় সমস্যা সমাধানে সব থেকে কার্যকর কাজ সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর সিদ্ধান্তের বিবরণ থাকে।

তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ শেষ হলে সহযোগী সংস্থা, সহায়ক কর্মী ও জনগোষ্ঠীর প্রতনিধিরা সব থেকে কার্যকর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত হয়। একটি সারণীতে জনগোষ্ঠী দ্বারা চিহ্নিত ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার তালিকা তৈরী করা হয়। প্রতিটি ঝুঁকির ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরসনে কী কাজ হতে পারে তা জনগোষ্ঠীর আলোচনা করার জন্য এই সারণী ব্যবহার করা হয়।

যদিও এটা জানা যে, জনগোষ্ঠীর সকলেই প্রস্তাবিত সব কাজ সম্পর্কে একমত হবেনা তবুও সকলের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কারা এতে অংশ নেবে, এই পর্যায়ে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে সহায়ক কর্মীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে; সে নিশ্চিত করবে যাতে জনগোষ্ঠী বিভিন্ন দলে ভাগ না হয়ে যায়, বরং একযোগে কাজ করে।

বিডিআরসি প্রকল্প আছে এরকম অনেক দেশে একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, তা হল, দ্বিতীয় পর্বে একটি দলের মাধ্যমে সমস্যার অগ্রাধিকার ও কাজের তালিকা তৈরী করা, এরপরে, প্রতিটা কাজ বাস্তবায়নের বিশদ পরিকল্পনা করার জন্য জনগোষ্ঠীকে একটি ছোট টাস্ক ফোর্স গঠন করতে বলা।

এরপর এই কাজগুলো আলোচনার মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজিয়ে দুইভাগে ভাগ করা যায়-

? ▪ যেসব কাজ জনগোষ্ঠী বাইরের সাহায্য ছাড়াই করতে পারবে

? ▪ যেসব কাজে বাইরের সহায়তা দরকার হবে (সরকারী/ স্থানীয় কোন সূত্র/ এনজিও'র সহায়তা)

এটা মনে রাখা দরকার, অনেক বিষয়েই জনগোষ্ঠী বাইরের কোন সাহায্য ছাড়া স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ নিতে পারে।

জনগোষ্ঠীর কর্মপরিকল্পনা বিভিন্নভাবে নথিবদ্ধ করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, এটা একটা সামাজিক দলিল হিসাবে সংরক্ষিত হতে পারে- জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষা, তা অর্জনের জন্য তারা যে পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে ও এ বিষয়ে সকলের দায়দায়িত্বের একটা যৌথ প্রণীত বিবরণ।

পরিকল্পনা গ্রহণের সময় বিভিন্ন সামাজিক রীতি রেওয়াজ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে, উদাহরণ স্বরূপ, বৃক্ষ রোপণ অথবা দেয়াল চিত্রাঙ্কনের কথা বলা যেতে পারে। কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের পন্থা নির্বাচনের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখা জরুরি যেন তা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অনুরূপ হয়। তা না হলে কর্মপরিকল্পনাটি তারা এনজিও প্রণীত বাহ্যিক বিষয় বলে মনে করতে পারে ও এ ব্যাপারে নৈতিকভাবে দায়মুক্ত ভাবতে পারে।

কর্মপরিকল্পনার প্রতি আস্থা সৃষ্টি করার আরও একটি উপায় হল স্থানীয় সরকার ও নানাবিধ ব্যবস্থাপনা নথিসমূহ যেমন, পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদির অন্তর্ভুক্তি এবং অনুমোদন গ্রহণ। এর ফলে কর্মপরিকল্পনায়

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মালিকানা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়, সেই সাথে স্থানীয় সরকার ও নির্দিষ্ট কিছু স্টেকহোল্ডারকে আইনিভাবে এর আওতায় আনা যায়।

জনগোষ্ঠীর এই কর্মপরিকল্পনাটি অবশ্যই প্রকল্পের নথি হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। তাছাড়া, এটি স্থানীয় পিভিসিএ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। প্রয়োজন হলে, এটি প্রকল্প অফিসার দ্বারা প্রস্তুতকৃত ও প্রযোজ্য ব্যবস্থাপনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত লিখিত নথি আকারে তৈরী করতে হবে। এই কাজ যদিও সার্বিকভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জন বা স্থানীয় সরকারকে সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ করেনা তবুও এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সহায়তা প্রদানে সহযোগী সংস্থার দৃঢ় মনোভাব ও সদিচ্ছা প্রকাশ পায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল- যেহেতু জনগোষ্ঠীর কর্মপরিকল্পনাটি পিভিসিএ'র প্রধান ফলাফল সেহেতু দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি কমাতে যে সব কর্মসূচী নেওয়া হবে তা অবশ্যই বাস্তবসম্মত ও কার্যকর হতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্লেষণ

জলবায়ু পরিবর্তন জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি বাড়ায় ও নতুন নতুন শঙ্কা সৃষ্টি করে। তাই পিভিসিএ'তে জলবায়ু বিশ্লেষণ অবশ্যই আমলে নিতে হবে। সব থেকে সম্ভাবনাময় কার্যক্রম নির্ধারণের সময় ভবিষ্যত প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে হবে ও নিশ্চিত হতে হবে যে নির্ধারিত কাজগুলো জলবায়ু পরিবর্তনে বিপদাপন্নতা বাড়াবেনা।

জলবায়ু বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করতে হলে পিভিসিএ অনুশীলনে যথেষ্ট মাত্রায় আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য আলোচনা হওয়া প্রয়োজন ও এমন পদ্ধতি থাকা দরকার যাতে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সর্বশেষ পূর্বাভাষ পিভিসিএ'র ফলাফলের সাথে সমন্বয় করা যায়।

অনুশীলনের শেষে অনুশীলনের উদ্দেশ্য ও কোন ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা দূর করার লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা খুবই দরকার। সব অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে এটা জেনে নেয়া দরকার যে তারা এই অনুশীলন থেকে কী আশা করেছিল এবং অনুশীলন শেষে কী শিখতে পেরেছে।

জনগোষ্ঠীর কাছে পরবর্তী পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অনুশীলনে অংশগ্রহণকারীদেরকে জানানো দরকার যে, এই অনুশীলন লব্ধ জ্ঞান ও তথ্য কিভাবে ব্যবহার করা হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ও কিভাবে এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

কর্মসূচীর যেসব বিষয় জনগোষ্ঠী বাইরের সাহায্য লাগবে বলে চিহ্নিত করেছে সে সব বিষয়ে ক্রিশ্চিয়ান এইড এর সহযোগিতা প্রয়োজন হতে পারে। ক্রিশ্চিয়ান এইড জনগোষ্ঠীকে নিজস্ব সম্ভাবনা নির্ণয়ে সহযোগিতা করতে পারে যাতে তারা চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে কাজ করতে ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

এছাড়াও, অনুশীলন শেষে তথ্য বিনিময়ের পন্থাসমূহ ব্যাখ্যা করা ও অভিযোগ গ্রহণ করা জরুরি।

পিভিসিএ বাস্তবায়নে সিএসডিআরএম এ্যাপ্রোচ

পরিবর্তিত দুর্যোগ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা মোকাবেলা	অভিযোজন দক্ষতা বৃদ্ধি	দরিদ্রতা, বিপদাপন্নতা ও এদের কাঠামোগত কারণসমূহ বিবেচনা
▪ দুর্যোগ, জলবায়ু ও উন্নয়ন কাজে জড়িত স্টেকহোল্ডারদের মাঝে সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততা শক্তিশালীকরণ ▪ নির্দিষ্ট সময় পর পর বর্তমান ও ভবিষ্যত দুর্যোগ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ ▪ মানুষের জীবন ও জীবিকার বিপদাপন্নতা কমানোর জন্য পরিকল্পনা, নীতি নির্ধারণ ও প্রকল্প পরিকল্পনায় পরিবর্তনশীল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পৃক্তকরণ ▪ পরিবর্তনশীল দুর্যোগ ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সামগ্রিক প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য ও সেবাসমূহে সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধিকরণ	▪ জনগণ, সংগঠন ও নেটওয়ার্কসমূহের গবেষণা ও উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ▪ নীতি বাস্তবায়ন ও অনুশীলন আরো ভালভাবে করার জন্য শিখন ও চিন্তাভাবনা কাজে লাগানো ▪ পরিবর্তনশীল দর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলার নীতি ও চর্চাগুলো নমনীয়, সকল সেক্টর ও স্তরে সম্পৃক্ত এবং নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদানের ব্যবস্থা সম্বলিত ▪ অনিশ্চয়তা ও অনাকাঙ্খিত ঘটনা মোকাবেলায় পরিকল্পনা করার জন্য বিভিন্ন টুলস্ ও পদ্ধতির ব্যবহার	▪ ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রসার ▪ মৌলিক সেবা, উৎপাদনমূলক সম্পদ ও সর্ব সাধারণের জন্য ব্যবহৃত সম্পদে জনগণের প্রবেশ অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পার্টনারশিপ সংহতকরণ ▪ জাতীয় সরকার, এনজিও, আন্তর্জাতিক ও প্রাইভেট সেক্টরের সংস্থাসমূহের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা এবং দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা প্রসারের জন্য জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতায়ন ▪ পরিবেশ সংবেদনশীল ও জলবায়ু উপযোগী উন্নয়নের প্রসার

উপসংহার

জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা নিরূপণে পিভিসিএ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ যা শুধু দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর প্রকল্প তৈরীতেই নয়, দারিদ্র বিমোচনেও ব্যবহৃত হতে পারে। পিভিসিএ জনগোষ্ঠীকে দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়তে সক্ষম করে তোলে পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মালিকানা ও অংশগ্রহণও বৃদ্ধি করে। পিভিসিএ প্রকল্প ও কর্মসূচীর প্রভাব বহুলাংশে বৃদ্ধি করে থাকে।

অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনে যথেষ্ট প্রস্তুতি, সময় ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়; তবে এর লাভ হল, এই অনুশীলনে জনগোষ্ঠী নিজেরাই তথ্য বিশ্লেষণ করে। এর সফল প্রয়োগ, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন পরিবর্তনে ক্রিশ্চিয়ান এইড এর লক্ষ্য অর্জনে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

গ্রন্থপঞ্জি

Christian Aid, *Adaptation Toolkit: Integrating Adaptation to Climate Change into Secure Livelihoods*, Figure 6, shows how PVCA fits into the four stages of adaptation.

Christian Aid, *Good Practice Guide: Participatory Vulnerability and Capacity Assessment (PVCA), June 2010*

Christian Aid, *Strengthening Climate Resilience: Climate SMART Disaster Risk Management*, 2010

Department for International Development (DfID), Sustainable Livelihoods Guidance Sheets, GwcÖj 1999, www.nssd.net/pdf/sectiont.pdf

HAP (Humanitarian Accountability Partnership), www.hapinternational.org/

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), What is VCA? An Introduction to Vulnerability and Capacity Assessment, 2006, www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/CRA/What-is-VCA.pdf

Kajal Chatterjee, Towards Building a Disaster Resilient Community: An Endeavour of Christian Aid, Bangladesh, Christian Aid, 2007.

Turning Hope into Action: a Vision of a World Free from Poverty, Strategic Framework 2010-12, December 2009, www.christianaid.org.uk/aboutus/who/key_publications/strategic-framework.aspx

পরিশিষ্ট

সারণিঃ জনগোষ্ঠীর কর্ম পরিকল্পনা

চিহ্নিত সমস্যা	সমস্যার কারণ	সমস্যা সমাধানে করণীয়	জনগোষ্ঠী নিজস্ব সক্ষমতায় কী করতে পারে?	বাইরের (এনজিও/ সরকারি) কী সাহায্য দরকার?	কাজের দায়িত্ব কে নেবে?	সময়
নদী ভাঙ্গনে ঘরবাড়ি ভেঙ্গে যায়	ভাঙ্গন প্রবণ অরক্ষিত নদীর পাড়	বালির বস্তা ফেলে নদীর পাড় সুরক্ষিত করা	গ্রামবাসী স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে নদীর পাড়ে বালির বস্তা ফেলতে পারে	দ্রব্যসামগ্রী (বস্তা, বাঁশ) সরবরাহ করা	ইউপি চেয়ারম্যান	ফাল্গুন-চৈত্র মাস
		ঝুঁকিগ্রস্ত বাড়ি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া	স্বেচ্ছাশ্রম	গৃহ নির্মাণ সামগ্রী, দ্রুত ও সহজে স্থানান্তর করা যায় এমন ধরণের গৃহ নির্মাণ প্রযুক্তি এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ		
জলাবদ্ধতার কারণে ফসলের জমি পানিতে ডুবে থাকায় চাষাবাদ করা যায় না	ড্রেইন এর মাধ্যমে ঠিকমত পানি নিষ্কাষণ না হওয়া	পানি নিষ্কাষণের জন্য ড্রেইন পুন:খনন করা	গ্রামবাসী স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে পানি নিষ্কাষণের জন্য ড্রেইন পুন:খনন করতে পারে	যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	ইউপি চেয়ারম্যান	মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র মাস
বন্যায় টিউবওয়েল ডুবে যাওয়ায় নিরাপদ পানির অভাব দেখা দেয়	টিউবওয়েল এর প্লাটফর্ম নিচু	টিউবওয়েল এর প্লাটফর্ম উঁচু করা	নিজেরাই করতে পারে	এনজিও টিউবওয়েল এর প্লাটফর্ম উঁচু করে দিতে পারে	টিউবওয়েল এর মালিক	অগ্রহায়ণ-চৈত্র মাস

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পিভিসিএ ইংরেজী সংস্করণ

ক্রিশ্চিয়ান এইড এর বিল্ডিং ডিজাস্টার-রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট এর ক্রিস্টিনা রুইজ এই নির্দেশিকাটির ইংরেজী সংস্করণ তৈরি করেছেন। এই নির্দেশিকাটি প্রণয়নে যারা মূল্যবান অবদান রেখেছেন বিশেষ করে, নাতালিয়া ডেল, সারাহ মস, দানিয়েল জোন্স, বিনা দেশাই, রিচার্ড ইউব্যাঙ্ক, সেলম টুবুবা, জুলিয়েট পার্কার, জানকী, কুহানেন্দ্রান, জেরমে ফাউসেট, জেসিকা ডেটর-বারসিলা, জোসে লুইস পেনিয়া, জ্যাকব ইয়োরোঙ্গো, গ্রাসিএলা, লোভো, ম্যামাদৌ কুলিবালি, ফিলিপ বাসিঙ্গা সহ সকলকে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

পিভিসিএ নিয়ে আরো জানতে ক্রিস্টিনা রুইজ এর সাথে যোগাযোগ করুন: cruiz@christian-aid.org

পিভিসিএ বাংলা সংস্করণ

ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশ এর দোলন যোসেফ গমেজ, ইমারজেন্সি প্রোগ্রাম অফিসার ও কারিশমা জামান, প্রোগ্রাম ফান্ডিং অফিসার এর তত্ত্বাবধানে নেটওয়ার্ক ফর ইনফরমেশন, রেসপন্স এ্যান্ড প্রিপেয়ার্ডনেস এ্যাকটিভিটিজ অন ডিজাস্টার (নিরাপদ) এই গুড প্র্যাকটিস গাইডটির বাংলা সংস্করণ তৈরি করেছে। এই গুড প্র্যাকটিস গাইডটির অনুবাদ, অনুবাদ পর্যালোচনা, প্রতিশব্দ চয়ন ও সংযোজন এবং সম্পাদনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা অবদান রেখেছেন বিশেষ করে, জাহিদ হোসেন, কাজী সাহিদুর রহমান, হাসিনা আক্তার মিতা, মেহেদী হাসান শিশির এবং এস. এম. শিহাবুল ইসলামকে ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশ বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

POVERTY

ক্রিশ্চিয়ান এইড একটি উন্নয়ন সংস্থা যার প্রচেষ্টা হলো বিশ্বকে এমন এক অবস্থানে নিয়ে যাওয়া যেখানে সকলেই দারিদ্রমুক্ত এক পরিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করবে।

আমরা বিশ্বব্যাপী নিগুঢ় পরিবর্তনের জন্য কাজ করি যা দারিদ্রের কারণগুলো নির্মূল করে এবং বিশ্বাস ও জাতীয়তা নির্বিশেষে সকলের জন্য সমতা, মর্যাদা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে। সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনের বৃহৎ আন্দোলনে আমরাও অংশীদার।

দারিদ্রের প্রভাব ও এর মূল কারণগুলো মোকাবেলার লক্ষ্যে বৃহত্তর চাহিদা বিবেচনায় আমরা অত্যাবশ্যক, ব্যবহারিক ও কার্যকর সহায়তা প্রদান করি।

আরো তথ্য জানতে ভিজিট করুন-www.christianaid.org.uk
অথবা যোগাযোগ করুন- **ক্রিশ্চিয়ান এইড,** ১০/১৭ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

Christian Aid is a Christian organisation that insists the world can and must be swiftly changed to one where everyone can live a full life, free from poverty.

We work globally for profound change that eradicates the causes of poverty, striving to achieve equality, dignity and freedom for all, regardless of faith or nationality. We are part of a wider movement for social justice.

We provide urgent, practical and effective assistance where need is great, tackling the effects of poverty as well as its root causes.

For more information please visit- www.christianaid.org.uk
Or contact - **Christian Aid,** 10/17 Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka-1207, Bangladesh.

ইউকে নিবন্ধিত চ্যারিটি নাম্বার ১১০৫৮৫১, কোম্পানি নাম্বার ৫১৭১৫২৫ স্কটল্যান্ড চ্যারিটি নাম্বার এসসি ০৩৯১৫০
নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড চ্যারিটি নাম্বার এক্সআর ৯৪৬৩৯, কোম্পানি নাম্বার এনআই ০৫৯১৫৪
আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র চ্যারিটি নাম্বার সিএইচআই ৬৯৯৮, কোম্পানি নাম্বার ৪২৬৯২৮
১০০ শতাংশ পুনর্ব্যবহৃত কাগজে ছাপা
ক্রিশ্চিয়ান এইড এর নাম এবং লোগো ক্রিশ্চিয়ান এইড এর ট্রেডমার্ক;
Poverty Over ক্রিশ্চিয়ান এইড এর ট্রেডমার্ক.
© ক্রিশ্চিয়ান এইড মার্চ ২০১২

UK registered charity number 1105851 Company number 5171525 Scotland charity number SC039150
Northern Ireland charity number XR94639 Company number NI059154 Republic of Ireland charity number CHY 6998 Company number 426928
Printed on 100 per cent recycled paper
The Christian Aid name and logo are trademarks of Christian Aid;
Poverty Over is a trademark of Christian Aid.
© Christian Aid March 2012

christian aid